Islami Ain O Bichar
Vol. 13, Issue 51 & 52
July-Sept. & Oct.-Dec., 2017

দারিদ্র্য বিমোচনে বায়তুলমালের ভূমিকা

Role of Baitulmal in Eradicating Poverty

Muhammad Yousuf*

ABSTACT

Baitulmal is a financial institute of the Islamic State which, in terms of maintaining economic stability, growth, and welfare of the State, plays a crucial role. In the modern context public treasury or state bank may somewhat represent it. This paper in adopting a descriptive method reveals that the head of the State, the officials and even the subjects are entitled to baitulmal proportionately. It argues that the core responsibility of baitulmal is to guarantee the people their fundamental rights so as not to deprive a single citizen of his/her basic needs irrespective of religion. It further explores that among many welfare attempts, eradication of poverty was a prioritized one to which the fund of baitulmal had contributed throughout the history of Islamic Empire since the time of the holy Prophet PBUH till the fall of khilafah. This article discusses the emergence and evolution of baitulmal. It also explains the principles of how the head of the State and other officials including mass people may entitle to the fund of baitulmal. And thereby it aims to prove that if Muslim countries transplant the baitulmal system as understood by siyasa shariyah into their economic domains, it would help them eradicate poverty from their respective states.

Keywords: baitulmal, poverty eradication, zakat, kharaj.

সারসংক্ষেপ

বায়তুলমাল ইসলামী আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রের মূল আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামের অর্থনৈতিক সৌন্দর্য ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বিকাশে এ প্রতিষ্ঠান অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। বায়তুলমাল অধুনা রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা স্টেট ব্যাংকের সম্পূরক একটি শব্দ। এতে গচ্ছিত সম্পত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী, এমনকি সাধারণ জনগণ সবার অধিকার সমানভাবে স্বীকৃত। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন একজন নাগরিকও যাতে তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তার নিশ্চয়তা প্রদান করাই এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ স.-এর আমল থেকে সর্বশেষ খিলাফাতের পতন পর্যন্ত ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ে যেসব জনকল্যাণমূলক খাতে বায়তুলমালের অর্থ ব্যবহার করা হতো, দারিদ্র্য বিমোচন তার অন্যতম। আলোচ্য প্রবন্ধে দারিদ্র্য বিমোচনে বায়তুলমালের ভূমিকা আলোচনা প্রসংগে এর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, এতে রাষ্ট্রপ্রধান ও জনসাধারণের অধিকার, দারিদ্র্য বিমোচনের খাতে বায়তুলমালের অর্থব্যয়ের নীতিমালা ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, বর্তমান সময়ে বায়তুলমাল ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ করা হলে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

মূলশব্দঃ বায়তুলমাল, দারিদ্র্য বিমোচন, যাকাত, খারাজ।

* Dr. Muhammad Yousuf is a professor in the department of Islamic Studies, University of Dhaka, Bangladesh, email: m_yousufdu76@yahoo.com

ভূমিকা

ইসলামে বায়তুলমালের ধারণা অতি ব্যাপক। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা এবং মানুষের খিলাফাতের মৌলিক বিশ্বাসের ওপরই বায়তুলমালের ধারণা ভিত্তিশীল। বায়তুলমাল ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কোষাগার। রাসূলুল্লাহ স. ও খিলাফাতে রাশেদার যুগে সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন বায়তুলমাল থেকেই পূরণ করা হতো। ইসলামী আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রের একজন নাগরিকও যাতে মৌলিক চাহিদা পূরণ হতে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করা বায়তুলমালের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব। সমাজের অসহায়, অভাবী, দরিদ্র, নিঃস্ব,পঙ্গু, দুঃস্থ, আশ্রয়হীন, পিতৃহীন, বিধবা সহ সব ধরনের গরীব-দুঃখীকে আর্থিক সহায়তা দান ও তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে বায়তুলমাল কাজ করে। যাকাত গ্রহীতা নির্ধারিত আট শ্রেণি ব্যতীত অন্যান্য মুখাপেক্ষী মানুষের চাহিদা যখন বায়তুলমালের যাকাত খাতের মাধ্যমে সম্ভব না হয়, তখনই তাদের অভাব পূরণে বায়তুলমালের অন্যান্য খাতের সহযোগিতা নেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ভার মেটানোর পর যে অর্থ বায়তুলমালে উদ্বৃত্ত থাকে, তা থেকে সমাজের দুঃস্থ, গরীব, অসহায়, অক্ষম ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য, বিনা সুদে ঋণদান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য মোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বায়তুলমালের পরিচয়, ইতিহাস, রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা, দারিদ্র্য বিমোচনে এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বায়তুলমালের পরিচয়

বায়তুলমালের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধনাগার, কোষাগার, মাল বা দৌলতের ঘর। পরিভাষায় ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারকে বায়তুলমাল বলা হয়। কিন্তু এর দ্বারা শুধু সে ইমারতকেই বোঝায় না, যেখানে সরকারি ধন-সম্পত্তির কাজ-কারবার পরিচালনা করা হয়, বরং ইসলামী রাষ্ট্রের যে বিভাগটি রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের খাতসমূহের নির্বাহ ও পরিচালনার গুরম্ন দায়িত্ব পালন করে, ব্যাপক অর্থে তাকে 'বায়তুলমাল' বলা হয়।

বিভিন্ন মনীষী বায়তুলমাল-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে আমির মুহাম্মদ নায্যার জালউত একটি সমন্বিত সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস নিয়েছেন। তিনি বলেন:

> الشخصية المعنوية المستقلة التي تتولى جباية الفيء والصدقات والأموال العامة أو ما في حكمها، وحفظها وإحصائها في مكان أمين، لإنفاقها في إشباع حاجات ومتطلبات الأمة على ما أوجبه الشرع نصًا واجتهاداًمن غير عسف.
>
> স্বতন্ত্র আর্থিক সত্তা, যা ফাঈ, যাকাত, সাধারণ সম্পদ ও বিধানগত দিক থেকে এর সমপর্যায়ের বস্তু সংগ্রহ, নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ ও হিসাবরক্ষণ করে এবং জনসাধারণের অভাব মোচন ও প্রয়োজন পূরণের জন্য শারঈ নস (কুরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতি) ও ইজতিহাদের নির্দেশিত খাতে কোন প্রকার অন্যায়ের আশ্রয় ব্যতীত ব্যয় করে (Jal'ut 2012, 29)।

মোটকথা, 'বায়তুলমাল' ইসলামী রাষ্ট্রের এমন এক সৰম বিভাগ, যা নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার পূরণার্থে রাষ্ট্রের সকল আয় ও ব্যয়ের জন্য দায়িত্বশীল।

'বায়তুলমাল' রাষ্ট্রের সকল মুসলিমের সাধারণ সম্পত্তি। 'আল-হিদায়া' নামক ফিক্হ গ্রন্থে বলা হয়েছে:

> مال بيت المال مال عامة المسلمين
>
> বায়তুলমালের সম্পত্তি মুসলিম জনসাধারণেরই সম্পত্তি (Al-Marghīnānī ND, 4/01)।

বায়তুলমালে সঞ্চিত রাষ্ট্রীয় অর্থসম্পদে সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্র প্রধান, রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা সাধারণ মানুষ কেউই একচেটিয়া এর মালিক হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণীতে সে কথাই ঘোষিত হয়েছে। তিনি স. বলেছেন:

> ما أعطيكم، ولا أمنعكم؛ إنما أنا قاسم، أضع حيث أمرت.
>
> আমি তোমাদের দানও করি না, বারণও করি না, আমিতো বণ্টনকারী মাত্র। আমাকে যেরূপ আদেশ করা হয়েছে আমি জাতীয় সম্পদ সেভাবেই দিয়ে থাকি (Al-Bukhārī 2002, 768, 3117)।

রাসূল স.-এর সময় বায়তুলমাল

মদীনা নগরে মহানবী স.-এর পবিত্র হাতে প্রথম যেদিন ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়, মূলত সে দিন থেকেই বায়তুলমালের সূচনা হয়। এর মূল নাম ছিল 'বাইতু মালিল মুসলিমীন' বা 'বাইতু মালিল্লাহ' (MFQ 1404H, 8/242)। পরবর্তীতে মুসলিমীন শব্দটি বাদ দিয়ে এটিকে কেবল 'বায়তুলমাল' বলা হতে থাকে এবং এ নামেই তা প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রথম পর্যায়ে বায়তুলমালে কোনরূপ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা হতো না। তার সুযোগও তখন ছিল না। কারণ, তখন সাধারণ নাগরিক ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তুলনায় আয় ছিল অতি সামান্য। ফলে রাসূলুল্লাহ স.-এর হাতে কোন সম্পদ আসার সাথে সাথেই তিনি তা অভাবীদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বায়তুলমাল

সর্বপ্রথম আবূ বকর সিদ্দিক রা.-এর আমলে 'বায়তুলমাল' বাস্তব রূপ লাভ করে এবং আবূ 'উবায়দা রা. কে এর পরিচালক বা ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তখনও জাতীয় প্রয়োজনের তীব্রতা হেতু যে মাল-সম্পদই তাঁর কাছে আসত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তা মুসলিমদের মঙ্গলার্থে ব্যয় করে ফেলতেন। এ কারণেই তখনকার বায়তুলমালের দরজা সব সময় তালাবদ্ধ থাকতো। আবূ বকর রা.-এর ওফাতের পর যখন 'উমর রা. কয়েকজন সাহাবীর সাহায্যে বায়তুলমালের হিসাব নিকাশ নেন তখন তিনি তা একদম শূন্য দেখতে পান" (Ibn Sa'ad 1957, 3/152)।

'উমর রা.-এর খিলাফতকালে যখন মিসর এবং ইরাক থেকে খারাজ (ভূমিকর)[১] ও জিযিয়া[২] প্রভৃতি আসতে শুরু করে, তখন তিনি কেন্দ্রে এবং প্রদেশগুলোতে যথারীতি 'বায়তুলমাল' এর শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। 'উমর রা. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'ইকরামাহ রা. কে 'আমিরু খাযানা' (গভর্নর অব দি স্টেট ব্যাংক) নিযুক্ত করে তাঁর অধীনে কয়েকজন সাহাবীকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করেন। বায়তুলমালের জন্য যথারীতি 'রেজিস্টার' এবং 'দিওয়ান' প্রণয়ন করা হয়। অবশ্য কোন এলাকার বায়তুলমালে কি পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত থাকত, তা এখন বলা মুশকিল। ঐতিহাসিক ইয়াকূবী এ সম্পর্কে যে তথ্য

---

১. খারাজ: মুসলমানরা গনীমত সূত্রে অমুসলিমদের যে ফসলি জমির মালিক হয়েছে, যদি ইমামুল মুসলিমীন চুক্তিসাপেৰে এ জমিগুলো অমুসলিম যিম্মীদেরকে ব্যবহার করতে দেয়, তবে এর জন্য যিম্মীরা বাৎসরিক কর দিতে বাধ্য থাকে। শারী'আতের পরিভাষায় একে 'খারাজ' বলা হয়। খারাজী জমির অন্তর্ভুক্ত আরেকটি প্রকার হলো এমন জমি, যার ব্যাপারে তার অধিবাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তি হয়েছে এবং তারা সে জমি ব্যবহারের বিনিময়ে চুক্তিকৃত পরিমাণ অর্থ বায়তুল মালে প্রদান করে। - সম্পাদক

২. জিযিয়া: ইসলামী রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের থেকে নিরাপদে বসবাস এবং জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রম্নর নিরাপত্তা লাভের বিনিময় হিসেবে সংগৃহীত বাৎসরিক কর।- সম্পাদক

পরিবেশন করেছেন তা হলো, রাজধানীর 'বায়তুলমাল' থেকে শুধুমাত্র রাজধানীর বাসিন্দাদের বেতনভাতা প্রভৃতি বাবদ যে অর্থ ব্যয় করা হত, তার সর্বমোট পরিমাণ ছিল বছরে তিন কোটি দিরহাম (Al-Ya'qūbī 2010, 2/175)।

খুলাফায়ে রাশেদীন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আদায়কৃত কর এবং গনীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) জমা করে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। যে পরিমাণ সম্পদ বায়তুলমালে আসত, তাঁরা তা মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন অথবা জনসাধারণের কল্যাণে বিভিন্ন কাজে খরচ করে ফেলতেন। এভাবে সমস্ত মাল খরচ করার পর তাঁরা বায়তুলমালকে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলতেন (Najibabadi 2003,1/541)।

উমাইয়া যুগ

উমাইয়াদের সময় বায়তুলমালের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'দিওয়ানুল খারাজ' বা রাজস্ব বিভাগ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় বায়তুলমাল বা সরকারি মালখানা জনগণের সম্পত্তি ছিল এবং এতে রাষ্ট্রের প্রত্যেকের অধিকার ছিল। কিন্তু উমাইয়া খলীফাদের সময় দুই একজন ব্যতিক্রম ছাড়া তা খলীফাদের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয়। উমাইয়া যুগে যে সকল উৎস থেকে রাজস্ব গৃহীত হতো তা হলোঃ খারাজ, জিযিয়া, যাকাত, উশর, বাণিজ্য শুল্ক, করদ রাজ্য হতে প্রাপ্ত কর, যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ, ফাই[৩], বিশেষ কর প্রভৃতি। এ সময় প্রদেশের আয় হতে প্রদেশের প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করার পর উদ্বৃত্ত অর্থ দামেশকে কেন্দ্রীয় সরকারি তহবিলে পাঠিয়ে দেয়া হতো (Ali 1990, 436-437)। খলীফাগণ তাঁদের ইচ্ছেমত তা থেকে খরচ করতেন।

আব্বাসীয় যুগ

আব্বাসীয়গণের সময়ও বায়তুলমালের নাম ছিল 'দিওয়ানুল খারাজ'। এ আমলে রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল খারাজ, জিযিয়া, যাকাত, 'উশর, বাণিজ্য শুল্ক, আমদানিকর, লবণকর, মৎস কর ইত্যাদি। কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের দুই-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের রাজস্ব খাতে জমা হতো এবং তিন-পঞ্চমাংশ কৃষক পেত। তবে কৃষক নিজ ব্যবস্থাপনায় সেচকাজ করলে তাকে তিন-চতুর্থাংশ ছেড়ে দেয়া হতো। আঙ্গুর ও খেজুর বাগানস মূহের ক্ষেত্রে কেবল এক-পঞ্চমাংশ রাজস্বরূপে নিয়ে চার-পঞ্চমাংশই কৃষককে দেয়া হতো। রাজ্যের বিশাল এলাকার ভূমি রাজস্ব ছিল কেবল এক-দশমাংশ। সবল-সক্ষম যিম্মীদের নিকট থেকে (যারা সামরিক বাহিনীতে দায়িত্ব পালন করত না) জিযিয়া কর নেয়া হতো। মুসলিমদের নিকট থেকে 'সাদাকাত' খাতে ট্যাক্স নেয়া হতো। বিত্তবান মুসলিমদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করা

৩. ফাই: যুদ্ধ ব্যতীত শত্রুদেশের অমুসলিমদের থেকে অর্জিত সম্পদ।- সম্পাদক

হতো। রাজস্বের একটি বিরাট অংশ সামরিক বাহিনীর জন্য ব্যয় করা হতো, যারা রাজ্যের আইন-শৃংখলা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকতো। জনকল্যাণে শহর-নগর, দুর্গ, মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, পুল,খাল, কুয়ো প্রভৃতি নির্মাণ করা হতো। শিল্পী, আবিষ্কারক ও কারিগর, হাকীম, চিকিৎসক,কবি, সাহিত্যিক ও শাস্ত্রবিদদেরকে বড় অংকের প্রণোদনামূলক বৃত্তি (ইনাম) ও বেতন-ভাতা দেয়া হতো। সাম্রাজ্যের সকল শিক্ষা ব্যয় রাজস্ব থেকে নির্বাহ করা হতো (Najibabadi 2003, 1/556-557)।

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বায়তুলমালের প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠান

খুলাফায়ে রাশেদার যুগের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে বায়তুলমাল নামক প্রতিষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। উপরে বলা হয়েছে যে, উমাইয়া যুগে এ প্রতিষ্ঠানটি 'দিওয়ানে খারাজ' নামে নতুন নাম ধারণ করে এবং এর আয়ের উৎস ও কর্মপরিধিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। আব্বাসীয়দের সময়ও এটি 'দিওয়ানে খারাজ' নামে পরিচিত ছিল। তখন এর আয় ও ব্যয়ের পরিধি আরো ব্যাপকতা লাভ করে। জনগণের কল্যাণের চেয়ে যুদ্ধ, প্রতিরক্ষা, সীমান্ত রক্ষা, সাম্রাজ্যের অবকাঠামো উন্নয়ন, বিলাসিতা ইত্যাদি উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাদের কাছে প্রাধান্য লাভ করে।

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বায়তুলমালের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান হলো 'পাবলিক ট্রেজারি' বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বর্তমানে এর আয় ও ব্যয়ের উৎস ভিন্ন ভিন্ন। সরকারের রাজস্ব বিভাগ, বৈদেশিক দান-অনুদান, বৈদেশিক ঋণ, ভ্যাট, আমদানী-রপ্তানী শুল্ক, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতি বহু খাত থেকে আধুনিক রাষ্ট্র আয় করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তা ব্যয় করে। মহাহিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অধীনে সরকারি একটি বিভাগ এগুলোর হিসাব সংরক্ষণ করে। অন্যদিকে খুলাফায়ে রাশেদার সময় সকল আয় বায়তুলমালে জমা হতো এবং সেখান থেকে সকল ব্যয় নির্বাহ করা হতো। খিলাফাতের প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানোর পর অতিরিক্ত অর্থ সাধারণের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হতো।

বায়তুলমালের ওপর খলীফার অধিকার

যদিও বায়তুলমাল খলীফা এবং তার প্রতিনিধিদের হিফাযতে থাকত, কিন্তু বায়তুলমালের অর্থের ওপর ব্যক্তিগতভাবে খলীফার অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি বায়তুল মালের আমীন (রক্ষণাবেক্ষণকারী) ছাড়া কিছুই ছিলেন না। তাঁর হাতে মুসলিম জনসাধারণের সম্পত্তি আমানত হিসেবেই থাকত (Yousufuddin 2003, 2/138)। মালিক ইব্ন আওস বর্ণনা করেন যে, 'উমর ফারূক রা. তিনটি বিষয়ে শপথ করেছেন।

তিনি বলেছেন:

والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا المال نصيب، والله لئن بقيت لكم لأوتين الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال ، وهو يرعى مكانه.

আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, বায়তুলমালের সম্পদে কেউ অপরের তুলনায় অধিক হকদার নয়। আমি নিজেও অপর কারও তুলনায় অধিক হকের দাবিদার নই। আল্লাহ্‌র কসম! প্রত্যেক মুসলিমেরই এ সম্পদে নির্দিষ্ট হক বা অধিকার রয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি বেঁচে থাকি, তা হলে সান'আ পর্বতের রাখাল নিজ স্থানে পশু চরানোর কাজে ব্যস্ত থেকে এ মাল থেকে তার নিজের অংশ লাভ করতে পারবে (Ahmad 1995, 1/42)।

'উমর রা. এর এ উক্তি প্রসংগে ইমাম শাওকানী র. বলেছেন, এটা এ বিষয়ের দলিল যে, রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রশ্নে মুসলিম শাসক সাধারণ মানুষের মতই। গনিমতের সম্পদ প্রভৃতি থেকে তাকে আগে অথবা বেশি দেয়া যায় না। একইভাবে এ কথারও দলিল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্ত প্রত্যেক মানুষ সে যতদূরেই থাকুক না কেন এবং তার মর্যাদা ও অবস্থান যত ছোটই হোক না কেন সে সামষ্টিক সম্পদ থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে তার হক ও প্রয়োজনানুযায়ী তার অংশ পেয়ে যাবে (Al-Shawkānī 1983, 2/79)।

'উমর রা. আরো বলেছেন:

لا يحل لي من مال الله الا حلتان : حلة للشتاء وحلة للصيف وقوت اهلي كرجل من قريش، ليس باغناهم، ثم أنا رجل من المسلمين.

গ্রীষ্মের এক জোড়া কাপড়, শীতের এক জোড়া কাপড়, নিজ পরিবারের জন্য কুরাইশের একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ অর্থ ছাড়া আল্লাহর সম্পদের মধ্যে অন্য কিছুই আমার জন্য হালাল নয়। আমিতো মুসলিমদের একজন সাধারণ ব্যক্তি বৈ কিছুই নই (Ibn Kathīr 1932, 7/134)।

ফারূকে আযম রা. খালিদ রা.-কে লিখে পাঠিয়েছিলেন: 'এ ধন মাল সরকারি ব্যবস্থাধীন। তা একান্তভাবে গরীব জনগণের জন্য এবং তা তাদের জন্য জমা রেখে তাদের জন্যই ব্যয় করতে হবে' (Al-Haithamī 1352H, 349)।

বস্তুত 'উমর রা. পূর্বে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ স. এর বাণীর ভিত্তিতেই এ কথা বলেছেন এবং তাঁর ন্যায় চতুর্থ খলীফা আলী রা. এ অর্থই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিও বলেছেন:

ألا إن مفاتيح مالكم معى، واعلموا أنه ليس لى أن أخذ منه درهما دونكم.

জেনে রাখ, তোমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ধন-মালের (বায়তুলমাল) চাবি আমার নিকট রক্ষিত। আরো জেনে রাখ যে, তা থেকে তোমাদেরকে বাদ দিয়ে বা বঞ্চিত করে একটি পয়সাও গ্রহণ করার অধিকার আমার নেই (Al-Tabarī 1407H, 2/697)।

দারিদ্র্য বিমোচনে বায়তুলমালের ভূমিকা

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে সঞ্চিত ধন-সম্পদের ওপর সর্ব-সাধারণের সাধারণ অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন একজন নাগরিকও যাতে মৌলিক প্রয়োজন হতে বঞ্চিত না থাকে, তার ব্যবস্থা করা বায়তুলমালের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। তার অর্থ এ নয় যে, বায়তুলমাল লোকদেরকে বেকার বসিয়ে খাওয়াতে থাকবে বরং লোকেরা সাধ্যানুযায়ী কাজ করবে, উপার্জন করবে, সমাজের সচ্ছল অবস্থার লোকেরা তাদের দরিদ্র নিকটাত্মীয় ও পাড়া প্রতিবেশীর প্রয়োজন পূরণ করবে। তারপরও যদি কেউ তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম থেকে যায়, তাহলে তা পরিপূরণে দায়িত্ব হবে বায়তুলমালের।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের এ অপূরণীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রনায়কের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে। যে রাষ্ট্রনায়ক এ কাজ করে না, মনে করতে হবে, সে এ দায়িত্ব পালন করছে না। এখানে রাসূলুল্লাহ স.-এর দু'টি উক্তি প্রণিধানযোগ্য:

من ولاه الله عز وجل شيئا من امور المسلمين، فاحتجب دون حاجتهم وخلهم وفقرهم احتجب الله تعالى عنه دون حاجته وخلته وفقره.

যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের দায়িত্বপূর্ণ কাজসমূহের কর্তৃত্ব প্রদান করবেন, সে যদি জনগণের প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলাও সে ব্যক্তির প্রয়োজন ও অভাব মোচন থেকে বিরত থাকবেন (Abū Daūd 1420H,334, 2948)।

রাসূলুল্লাহ স. আরও বলেছেন:

ما من إمام يغلق بابه دون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته.

যে রাষ্ট্রনায়ক অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে রাখে, অভাব পূরণ করে না, আল্লাহ্ তা'আলাও তার অভাব, প্রয়োজন ও দরিদ্র্যতার সময় আসমানের (রহমতের) দরজাসমূহ বন্ধ করে দেন (Al-Tirmidī 1417H,314, 1332)।

হাদীস দু'টি থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও অভাব দূর করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করা হলে আল্লাহ্‌র তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। ইসলামী রাষ্ট্রের মূল কাঠামোই যে জনকল্যাণমূলক, তা খিলাফাতের সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। সালমান ফারিসী রা. বলেছেন:

إن الخليفة هو الذى يقضى بكتاب الله، وليشفق على الرعية شفقة الرجل على أهله.

খলীফা (ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক) তিনি, যিনি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন এবং জনগণের প্রতি পিতার ন্যায় দরদ সহকারে স্নেহ ও দরদ প্রদর্শন করেন (Abū ʻUbaid 1986, 6)।

সাধারণ মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পালন মূলত জনগণের সে কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামের দিক থেকে রাষ্ট্রনায়কের প্রধান দায়িত্বরূপে ঘোষিত হয়েছে। যে রাষ্ট্রনায়ক এ দায়িত্ব পালন করবে না, তার পরিণাম অত্যন্ত মর্মান্তিক হবে। রাসূলুল্লাহস. বলেন:

ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة

যে লোককে আল্লাহ্ তা'আলা জনগণের শাসক বা পরিচালক মনোনীত করেন সে যদি তাদের পরিপূর্ণ কল্যাণ সাধন না করে, তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না (Al-Bukhārī 2002, 1766, 7150)।

বায়তুলমালে জমাকৃত সম্পদে দরিদ্র জনসাধারণের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সম্পদ কোন ব্যক্তি নিজের সম্পদে পরিণত করতে পারবে না। বরং তা রাষ্ট্রের হাতে থাকবে, যাতে সবাই তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। বায়তুলমালে সংগৃহীত 'যাকাত ফান্ড' যদি ফকির-মিসকিনদের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম না হয়, তাহলে অন্যান্য ফান্ড থেকে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। গনীমতের এক-পঞ্চমাংশে, ফাইয়ে, খারাজে এবং সবধরনের অভাবী, নিঃস্ব লোকদের হক বা অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾

জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতিমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের (Al-Qurān, 8:41)।

তিনি আরো বলেন:

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে (Al-Qurān, 59:7)।

বায়তুলমালের 'যাকাত ফান্ড' কেবলমাত্র দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য। এ জন্য মুসলিম ফকীহগণ যাকাত ফান্ডের টাকা অন্য খাতে ব্যয়ের অনুমতি দেননি। তবে সেনাবাহিনীর বেতন বা এ ধরনের কাজে যদি বায়তুলমালের সাধারণ ফান্ডে সংকট

দেখা দেয় এবং যাকাত খাতে প্রচুর টাকা থাকে, তখন যাকাত খাত থেকে সরকার ঋণ নিতে পারবে। সাধারণ খাতে টাকার আমদানি হলে যাকাত খাতের টাকা সে খাতে ফিরিয়ে দিতে হবে (Al-Sarakhsī 2000, 3/18)| ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান রহ. বলেন:

فعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف فلا يدع فقيرا إلا أعطاه حقه من الصدقات حتى يغنيه وعياله وإن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت المال من الصدقات شيء أعطى الإمام ما يحتاجون إليه من بيت مال الخراج ولا يكون ذلك دينا على بيت مال الصدقة لما بينا أن الخراج وما في معناه يصرف إلى حاجة المسلمين بخلاف ما إذا احتاج الإمام إلى إعطاء المقاتلة ولا مال في بيت مال الخراج صرف ذلك من بيت مال الصدقة وكان دينا على بيت مال الخراج لأن الصدقة حق الفقراء والمساكين فإذا صرف الإمام منها إلى غير ذلك للحاجة كان ذلك دينا لهم على ما هو حق المصروف إليهم وهو مال الخراج.

বায়তুলমালের বিভিন্ন খাতের টাকা খরচের ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানের উচিত আল্লাহকে ভয় করা। তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রত্যেক ফকীর-মিসকীনকে যাকাত খাতের টাকা যথেষ্ট পরিমাণে দিবেন, যাতে তারা এবং তাদের পরিবার সচ্ছল হয়ে যায়। যদি কিছু সংখ্যক মুসলিম অভাবে পড়ে এবং বায়তুলমালে যাকাতের টাকা না থাকে, তাহলে মুসলিম শাসক খারাজের খাত থেকে তাদের অভাব মোচন করবেন। এটা যাকাত খাতের উপর ঋণ হবে না। কেননা, খারাজও মুসলিমদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য খরচ করা যায়। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপ্রধানের যদি সেনাবাহিনীর বেতন দেয়ার প্রয়োজন হয় এবং বায়তুলমালের খারাজ খাতে টাকা না থাকে, তখন তিনি যাকাত খাতের টাকা খরচ করতে পারবেন, তবে তা খারাজ খাতের ঋণ হয়ে থাকবে। কেননা, যাকাত হলো ফকীর-মিসকীনদের হক। রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজনে তা অন্য কোন খাতে খরচ করবেন, তখন তা সে খাতের উপর ঋণ হয়ে থাকবে (Al-Sarakhsī 2000, 3/18)।

যদি ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারের আয়ের উৎস এতই কম হয় যে, তা দিয়ে গরীব অসহায়দের ভরণ-পোষণ অসম্ভব, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণ ধনীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করবেন এবং তা দিয়ে গরীব অসহায়দের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূর্ণ করবেন। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ পারস্পরিক গভীর সম্পর্কযুক্ত একটি পরিবার। এ সম্পর্কের বুনিয়াদ হল ঈমান ও ইসলাম। যা সমাজের সকল ব্যক্তিকে একই লক্ষ্যে সম্পৃক্ত করে। অতঃপর এক লক্ষ্যের অভিসারী হওয়ার কারণে তাদের আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আবেগ-অনুভূতি এবং শুরু ও শেষের এক গভীর ঐক্য সৃষ্টি হয়। এ জন্য ইসলাম সমাজকে একটি শরীর হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি হলেন শরীররূপী সমাজের মাথা। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় এরা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। একে অপরের সাহায্যকারী, সাহায্যের হকদার।

দারিদ্য সমস্যা সমাধানের একটি পন্থা

দারিদ্র্য ও অভাব সমস্যা সমাধানে উদাহরণ স্বরূপ অনেক পন্থার মধ্যে শুধু একটি পন্থার কথা উল্লেখ করা যায়, যেটা 'উমর রা. অবলম্বন করেছিলেন। তিনি মদিনার নিকটবর্তী 'রাবযাহ' নামক এক খণ্ড জমি সরকারি মালিকানায় আনলেন, যাতে মুসলিমদের গবাদি পশু চরতে পারে। কিন্তু তিনি সরকারি মালিকানায় আনাই যথেষ্ট মনে করলেন না। বরং তিনি দরিদ্র অসহায়দের এবং কম আয়ের মুসলিমদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিলেন। যাতে তারা বিনা ব্যয়ে চারণভূমিকে নিজেদের গবাদি সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যম বানিয়ে নিতে পারেন এবং সরকারের কাছে কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা না চান। এ উদ্দেশ্যে তিনি চারণভূমিটির তত্ত্বাবধায়ক হুনাই-এর প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, হে হুনাই, মানুষের সাথে নরম ব্যবহার এবং মযলুমের দুআকে ভয় কর। কেননা, তাদের দুআ কবুল করা হয়। কম উট এবং কম বকরীর মালিকদেরকে চারণভূমিতে প্রবেশের অনুমতি দেবে। ইব্ন 'আফফান ও ইব্ন 'আওয়াফের গবাদি পশুকে (অর্থাৎ বিত্তবানদের উট ও ভেড়া বকরী) চড়াতে দিও না। কেননা, তাদের গবাদিপশু ধ্বংস হয়ে গেলে তারা নিজেদের অন্য ক্ষেত এবং খেজুরের বাগানের দিকে ফিরিয়ে নেবে। অর্থাৎ তাদের নিকট অন্য সম্পদ এবং জীবিকার অন্যান্য মাধ্যম রয়েছে। আর এ সব মিসকিনের (কম উট এবং বকরীর মালিক) গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেলে নিজের সন্তান-সন্ততি নিয়ে আমার কাছে এসে চিৎকার দিয়ে বলবে, "হে আমীরুল মু'মিনীন। আমি কি সন্তানদেরকে পরিত্যাগ করব? আমি কি তাদের বাবা নই? তাদের ধন সম্পদ সরবরাহ করার চেয়ে তাদের পশুর ঘাস সরবরাহ করা আমার পক্ষে সহজ" (Al-Bukhārī 2002, 753, 3059)।[৪]

'উমরের রা. উল্লিখিত নির্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে। এ নির্দেশে তিনটি বিষয় পাওয়া যায়।

প্রথমত: মুসলিম সরকারের জন্য আবশ্যক যে, সকল কম সম্পদ ও কম আয়ের নাগরিকদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে এবং তাদের জন্য এমন সুযোগ সৃষ্টি করবে, যাতে তারা কাজ করে রোজগার করে এবং সাবলম্বী হয়ে যেতে পারে। এ

৪. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين ؟ أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق

উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যদি ধনী ও বিত্তশালীদের উন্নয়নের প্রশ্নটি খাটোও করতে হয় এবং তাদের সম্পদ লাভের ও আয়ের কিছু কিছু মাধ্যম থেকে বঞ্চিতও করতে হয় এবং তাদের আয় বৃদ্ধি ও উন্নয়ন বিঘ্নত হয়, তাহলে তাই করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির এ অধিকার রয়েছে যে, যদি তার আয়ের মাধ্যম ধ্বংস হয়ে যায় এবং রুটি রুজির কোন মাধ্যম না থাকে, তাহলে সে তৎকালীন শাসকের সামনে হাজির হয়ে নিজের ও নিজের সন্তানদের জন্য চিৎকার দিতে পারবে। ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ কোষাগার থেকে সাহায্য প্রদানের দাবিও সে করতে পারবে। শাসক অথবা সরকারের তার দাবি পূরণ এবং তার ও তার পরিবারের প্রয়োজন পূরণ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

তৃতীয়ত: এখান থেকে বাস্তবসম্মত হিকমত লাভ করা যায়। সে হিকমত হল, অসহায় দরিদ্রদের মধ্যে যারা কাজ করার ক্ষমতা রাখে, তাদেরকে কোন কাজের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। কম আয়ের মুসলিমের আয়ের মাধ্যমের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। যাতে দরিদ্র ও কম আয়ের মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় এবং শ্রমের কারণে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী না থাকে ও বায়তুলমালের ওপর বোঝা হয়ে না যায়। এ কথা 'উমর রা. এর সেই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, "ধন সম্পদের চেয়ে ঘাস সরবরাহ করা আমার পক্ষে সহজ" (Al-Qaradāwī 2003, 113-114)।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান বা খলীফার দায়িত্ব

ইসলামে খলীফার দায়িত্ব শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নয় যে, ধনসম্পদ, মানুষের অধিকার ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের হামলা থেকে হিফাযত করবে; বরং তার দায়িত্বের পরিধি আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। বস্তুত ইসলামে খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান হলেন পরিবারের পিতা বা অভিভাবকের ন্যায়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ স. হাদীসে তাদের উভয়কে একত্রিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

> كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل فى اهل بيته راع وهو مسئول عن رعيته
>
> তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। শাসক বা খলীফা জাতির দায়িত্বশীল এবং নিজের প্রজা সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর ব্যক্তি তার পরিবারের দায়িত্বশীল তাকে তার পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে (Al-Bukhārī 2002, 217, 893)।

পিতার দায়িত্ব শুধু পরিবারে হিফাযত করা নয় বরং সে তাদের ভরণ-পোষণ, প্রশিক্ষণ এবং সুষ্ঠুভাবে তাদের জীবনের প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের মধ্যে ইনসাফ

কায়েম করার ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। এমনিভাবে জাতির শাসককে সকল প্রজাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। এ অনুভূতি থেকেই 'উমর রা. বলতেন:

لو مات جمل ضياعا على شط الفرات لخشيت ان يسألنى الله عنه

ফোরাত নদীর তীরে একটি উটও যদি অযত্নে মারা যায়, তাহলেও আমার ভয় হচ্ছে, আল্লাহ্ হয়ত আমার নিকট এর কৈফিয়ত চাইবেন (Ibn Sa'ad 1957, 3/305)।

যদি একটি প্রাণির ব্যাপারে খলীফার দায়িত্ব এটা হয়, তাহলে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের ব্যাপারে তার দায়িত্ব কত বেশি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঐতিহাসিকগণ 'উমর ইব্ন আব্দুল আযিয রহ. সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বলেন, একদিন তাঁর কাছে গেলাম, দেখলাম তিনি জায়নামাযে বসে আছেন এবং তাঁর হাত তাঁর গালে, তাঁর দু'গাল বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে। তাঁর এ অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? জবাবে তিনি বললেন: "আমি এ গোটা উম্মতের ওপর দায়িত্বশীল নিযুক্ত হয়েছি। ক্ষুধার্ত দরিদ্র, নিঃস্ব, রোগী, চেষ্টাক্লিষ্ট নগ্ন ব্যক্তি, অভিভাবকহারা ইয়াতিম, উপায়হীন বিধবা, পরাভূত মযলুম, অপরিচিত বন্দি, স্বল্প আয় ও বেশি সন্তান পালনে দায়িত্বশীল এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে দূর-দূরান্ত ও চতুর্দিকে অবস্থিত এ ধরনের লোকদের কঠিন দুরবস্থার কথা আমার মনে তীব্রভাবে জেগে ওঠে। আমি জানি, আল্লাহ্ এদের সম্পর্কে আমাকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবেন। রাসূল স. ও এদের সম্পর্কে আমার নিকট কৈফিয়ত চাইবেন। আমি ভয় পাচ্ছি, এ ব্যাপারে আমার কোন ওযরই হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করবেন না, রাসূলের স. নিকটও হয়ত আমার কোন যুক্তি খাটবে না। হে ফাতিমা, আল্লাহ্র শপথ! এ চিন্তার তীব্রতায় আমার দিল আকুল হয়ে ওঠেছে, অন্তর ব্যথিত, দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। আর আমার দু' চোখ তপ্ত অশ্রুর ধারা প্রবাহিত করছে। উক্ত অবস্থার কথা আমি যতবেশি স্মরণ করি, আমার ভয় ও আতংক ততই তীব্র হয়ে ওঠে। এজন্য আমি কাঁদছি" (Ibn Kathīr1932, 9/201)।[৫] 'উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ. খলীফা হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে কত বেশি সচেতন ছিলেন, তা তাঁর উপরিউক্ত বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। বস্তুত ইসলাম যে রাষ্ট্রপ্রধানের উপরই সকল মানুষের প্রয়োজন পূরণের ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব অর্পণ করে, এ তারই বহিঃপ্রকাশ ও অকাট্য প্রমাণ।

৫. لقد وليت امر هذه الامة ما وليت ففكرت فى الفقير الجائع والمريض الضائع والعارى المجهود واليتيم المكسور والأرملة الوحيدة والمظلوم المقهور والغريب الاسيروالشيخ الكبير وذى العيال الكثيرو المال القليل واشباههم فى اقطار الأرض واطراف البلاد فعلمت ان ربى عز وجل سيسألنى عنهم يوم القيامة وان خصمى دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت أن لايثبت لى حجة عند خصومته فرحمت نفسى فبكيت-

বায়তুলমালের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী মুসলিম-অমুসলিম সবার জন্য প্রযোজ্য

বায়তুলমালের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুধুমাত্র অসহায় দরিদ্র মুসলিমদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা যিম্মিদেরও বায়তুলমাল থেকে সাহায্য-সহযোগিতা ও আর্থিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে। আবূ বকর রা.-এর সময় ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেনাপতি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ রা. 'হিরা' বাসীদের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিতে পরিষ্কারভাবে লিখা ছিল যে, তাদের দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা, রোগ ও বার্ধক্যে তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হবে এবং তাদের খরচ-খরচা মুসলিমদের বায়তুলমাল থেকে দেয়া হবে। চুক্তির শব্দাবলি সম্পর্কে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের বর্ণনা নিম্নরূপ:

"আমি হীরার অধিবাসীদের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, নাগরিকদের মধ্যে যে লোক বার্ধক্য, পঙ্গুত্ব বা বিপদের কারণে অথবা সচ্ছলতা থাকার পর দরিদ্র হয়ে পড়ার কারণে যদি এমন অবস্থায় পড়ে যায় যে, তার স্বধর্মীরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করে, তাহলে তার নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া বন্ধ করা হবে এবং সে যত দিন ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে ততদিন পর্যন্ত তাকে এবং তার পরিবারকে বায়তুলমাল থেকে ভরণ-পোষণ করা হবে" (Abū Yousuf 1979, 144)।[৬]

খালিদ রা. সেনাপতি হিসেবে এ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন এবং তখনকার খলীফা আবূ বকর সিদ্দিক রা. এ চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। সে সময়কার বড় বড় সাহাবীও এ সিদ্ধান্তে একমত ছিলেন। খালিদের রা. সাথে যে সব সাহাবা সে সময় যুদ্ধে শরিক ছিলেন তাঁরা এ সিদ্ধান্তে রাযি ছিলেন। এ ধরনের কাজ যা কোন সাহাবী করেন এবং অন্যান্য সাহাবী তা জানতে পারেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউই তার বিরোধিতা করেন না, তখন ফিক্হ এর পভিাষায় সে নীতি সম্পর্কে সকল সাহাবীর ইজমা' সম্পাদিত হয়েছে বলা চলে।

দামেস্ক সফরের সময় 'উমর রা. অক্ষম অমুসলিম নাগরিকদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করার আদেশ জারি করেছিলেন। বর্ণিত আছে, 'উমর ফারূক রা. দামেস্ক যাত্রাকালে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক খৃস্টান জনগোষ্ঠীর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের এ অবস্থা দেখে তিনি তাদেরকে বায়তুলমালের সাদাকার ফান্ড হতে অর্থ দান করার এবং খাদ্য দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন (Al-Balādhurī 1968, 129)।[৭]

৬. و جعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته أفة من الأفات أوكان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته و عيل من بيت مال المسلمين و عياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم

৭. ان عمر بن الخطاب عند مقدمة الجابية من أرض دمشق مر بقوم مجذمين من النصارى فأمر أن يعطوا من الصدقات وأن يجرى عليهم القوت-

ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনে বায়তুলমালের ভূমিকার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল 'উমর রা.-এর যুগের এ ঘটনাটি: "একদা 'উমর রা. এক অমুসলিম অন্ধ বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তুমি কোন আহলি কিতাবের অন্তর্ভুক্ত?' সে বলল, 'আমি একজন ইয়াহূদি। 'উমর রা. বললেন, 'তুমি ভিক্ষা করছ কেন?' 'সে বলল, আমার কাছে জিযিয়া তলব করা হচ্ছে, অথচ তা পরিশোধ করার সামর্থ্য আমার নেই। 'উমর রা. তার হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন। প্রথমে নিজের কাছ থেকে (তাকে) কিছু সাহায্য দিলেন, অতঃপর বায়তুলমালের খাজাঞ্চিকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, 'তার এবং তার মতো লোকদের (শোচনীয়) অবস্থা দেখ এবং তার জন্য বায়তুল মাল থেকে কিছু নির্ধারণ কর এবং তার ও তার মত লোকদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করো না। আল্লাহ্‌র কসম, এটা কোন ন্যায়বিচার নয় যে, আমরা এ সমস্ত লোকের যৌবনকাল থেকে ফায়দা (উপকার) লুটব, কিন্তু বার্ধক্যকালে তাদেরকে বাইরে নিক্ষেপ করব" (Abū Yousuf 1979, 126)।[৮]

'উমরের রা. এ কথার শেষাংশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সরকার বিত্তশালীদের নিকট থেকে কর, রাজস্ব ও চাঁদা ইত্যাদি আদায় করবে, যুবশক্তিকে জাতীয় কাজে নিযুক্ত করবে, এটা দেশবাসীর উপর সরকারের স্বাভাবিক অধিকার, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন নাগরিক যখন দরিদ্র হয়ে পড়বে কিংবা বৃদ্ধ হয়ে উপার্জন ক্ষমতা হারাবে, তখন তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্র বা সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। এটা রাষ্ট্রের উপর নাগরিকদের স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার, এটাও যথাযথভাবে পূর্ণ করা সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব। ইসলামী অর্থনীতির এ বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়।

'উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. তাঁর বসরার শাসনকর্তা আদি ইব্‌ন আরতাতকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন,যাতে তিনি তাকে কতিপয় ফরয সম্পর্কে নসীহত করেন এবং বলেন, সে যেন নিজের এলাকায় তা মেনে চলেন। তাঁর এ চিঠির গুরুত্বের কারণে বসরার জনগণকে তা পড়ে শুনানো হয়েছিল। চিঠিতে লিখা ছিল: "তুমি নিজে লক্ষ্য করে দেখ, অমুসলিম নাগরিকদের মধ্য থেকে যেসব লোক বয়োবৃদ্ধ এবং কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছে এবং উপার্জন-উপায় কিছুই নেই, তুমি তাদের প্রয়োজন মত অর্থ রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল থেকে তাদের দাও" (Abū 'Ubaid 1986, 45-46)[৯] বায়তুলমালের দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচী মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য। যা উপরের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে।

৮. مر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بباب قوم و عليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر- فضرب عضده من خلفه و قال: من أى أهل الكتاب أنت ؟ فقال : يهودى. قال :فما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال: أسأل الجزية و الحاجة و السن. قال: فأخذ عمر بيده و ذهب به إلى منزله فرضخ له بشئ من المنزل- ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: أنظر هذا و ضرباءه- فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم ووضع عنه الجزية و عن ضربائه.

৯. أنظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه-

বায়তুলমাল থেকে সুদবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা

ইসলাম সুদী কারবারকে নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণা করেছে এবং বিভিন্ন পন্থায় সুদবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা করেছে। "সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশকে নবী যুগের একেবারে শেষ দিককার নির্দেশ (হুকুম) বলে মনে করা হয়। সচ্ছল লোকদেরকে 'করযে হাসানা' দানের নির্দেশও (হুকুম) শেষ দিককার বলে মনে করা হয়। সচ্ছল লোকদেরকে 'করযে হাসানা' দানের নির্দেশ হচ্ছে রাসূলের ওফাতের বড়জোর এক বছর পূর্বেকার। তাই নবী যুগে এর জন্য কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারেনি" (Yousufuddin 2003, 138)। হাদীস এবং ইতিহাস গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে বিত্তশালী সাহাবীরা বিত্তহীন সাহাবীদেরকে ঋণ হিসেবে সুদবিহীন 'করযে হাসানা' প্রদান করেছিলেন। খোদ রাসূলুল্লাহ স. একবার চল্লিশ হাজারের একটি ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবি রাবি'আ বলেন:

استقرض مني النبي صلى الله عليه و سلم أربعين ألفا

রাসূলুল্লাহ স. আমার নিকট থেকে চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণ গ্রহণ করেছিলেন (Al-Nasāyī 1420H, 7/314, 4683)।

দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্তদের দান-দক্ষিণা প্রদান যেমন প্রত্যেক ধর্মের দৃষ্টিতে পুণ্যের কাজ, তেমনি যে অর্থ বেকার পড়ে থাকে, সে অর্থ ঋণ হিসেবে অন্যকে দান করাও ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পুণ্যের কাজ। কুরআনের অনেক স্থানে এ সম্পর্কে মুসলিমদের উৎসাহিত করা হয়েছে।

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾

এমন কে আছে যে আল্লাহ্‌কে ঋণদান করবে সুসঙ্গতভাবে, সেমতে তিনি তাকে বর্ধিত করে দেবেন সে ঋণদাতার অনুকূলে, অধিকন্তু তার জন্য (অবধারিত) আছে এক মহা পুণ্যফল (Al-Qurān, 57: 11)।

এছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়খাতে 'করযে হাসানা' প্রদানেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকু ইংগিতই যথেষ্ট যে, সরকারি ব্যয়খাতেও 'করযে হাসানা'র জন্য একটি পৃথক কোটা রাখা হয়েছে। 'উমর রা. এবং অন্যান্য খলিফার যুগে এ ধরনের অসংখ্য নযীর পাওয়া যায় যে, লোকেরা নিজেদের বেতনের যামানতে 'বায়তুলমাল' থেকে ঋণ গ্রহণ করত। প্রকৃতপক্ষে কোন না কোন সময়ে একজন সচ্ছল লোকেরও ঋণের প্রয়োজন দেখা দেয়। অতএব, সে যখন অন্য একজন সচ্ছল লোকের কাছে ঋণ চায় তখন তা পায় বটে, কিন্তু এর জন্য তাকে সুদ বা লাভ দিতে হয়। কিন্তু ইসলাম যখন সুদ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করল, তখন ('করযে হাসানার' ব্যবস্থা থাকার দরুন) এ সব অভাবগ্রস্তের সুদের অভিশাপে নিপতিত হওয়ার আর কোন কারণই থাকল না। খুব সম্ভব দুনিয়ার বেশির ভাগ লোকই বিনা কারণে কাউকে ঋণ দিতে চায় না। তাই এর একমাত্র সমাধান এ হতে পারে যে, খোদ রাষ্ট্রই 'করযে হাসানা' প্রদান

এবং তা আদায়ের ব্যবস্থা করবে, যার ফলে বিশ্ববাসী সুদখোরদের অশুচিকর পরিবেশ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে (Yousufuddin 2003, 139)।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খোদ খলীফাও 'বায়তুলমাল' থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন এবং নির্ধারিত সময়ে তা পরিশোধ করতেও বাধ্য থাকতেন। তাবারী, ইব্ন সা'দ প্রমুখ ঐতিহাসিকের বর্ণনানুযায়ী খলিফা' উমরের যখন কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজন দেখা দিত, তখন তিনি বায়তুলমালের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে ঋণ চাইতেন। রাবি (বর্ণনাকারী) বলেন, "অধিকাংশ সময় যখন তিনি রিক্তহস্ত থাকতেন এবং বায়তুলমালের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁর কাছে গিয়ে ঋণ তলব করত, তখন তিনি হয় তাঁর কাছে আরো কিছু সময় চাইতেন, নয়তো নিজের বেতন থেকেই ঋণ পরিশোধ করে দিতেন" (Ibn Sa'ad, 1957, 3/98) ইব্ন সা'দের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, 'উমর রা. যখন শাহাদাত বরণ করেন, তখন তাঁর কাছে বায়তুলমালের আশিহাজার দিরহাম পাওনা ছিল (Ibn Sa'ad, 1957, 3/260)। অতঃপর তাঁর পুত্ররা ঐ ঋণ পরিশোধ করেন। 'উমর রা. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ঐ ঋণ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

বায়তুলমাল থেকে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ

বায়তুলমাল থেকে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল উভয় খাতে ঋণ দানের ব্যবস্থা ছিল। এমনকি মহিলারাও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বায়তুলমাল থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন। ঐতিহাসিক তাবারীর বর্ণনানুযায়ী "হিন্দ বিনতে উতবা 'উমরের কাছে এসে ব্যবসা করার জন্য বায়তুলমাল থেকে চারহাজার দিরহাম ঋণ প্রার্থনা করেন এবং এর জামানতও দেন। 'উমর রা. তাকে ঋণ দান করেন। অতঃপর তিনি (হিন্দ) বনূ কিলাবের শহরগুলোতে গমন করে পণ্যদ্রব্য বেচাকেনা করেছিলেন" (Al-Tabarī 1407H, 2/576)।

বসরার গভর্নর আবূ মূসা আশ'আরী ব্যবসা করার জন্য আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমর এবং ওবায়দুল্লাহ ইব্ন 'উমরকে বায়তুলমালের বিরাট অংকের অর্থ ঋণ হিসেবে দিয়েছিলেন। তাঁরা ইরাক থেকে পণ্যদ্রব্য নিয়ে এসে মদিনার বাজারে তা বিক্রি করেন। অতঃপর বায়তুলমালের সম্পূর্ণ অর্থ এবং এর সাথে অর্ধেক মুনাফাও মদিনার কেন্দ্রীয় বায়তুলমালে জমা দেন। কৃষকরাও ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বায়তুলমাল থেকে ঋণ করত। এক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। "যদি কৃষকের কাছে কৃষিকাজ পরিচালনা করার মত পুজিঁ না থাকে তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে" (Al-Shawkānī 1349H, 3/364)।

বায়তুলমাল থেকে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে দু'ভাবে ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা- (১) ঋণ গ্রহীতার উৎপাদনে বায়তুলমালের কোন অংশ থাকবে না এবং (২) ঋণ গ্রহীতার লাভ-লোকসানে বায়তুল মালও অংশীদার থাকবে। প্রথম অবস্থায় ঋণ গ্রহীতাকে সমস্ত ঋণই পরিশোধ করতে হবে। সে এর দ্বারা লাভবান হোক বা

ক্ষতিগ্রস্ত হোক। আর যদি বায়তুলমাল উৎপাদনের লাভ-লোকসানের মধ্যে অংশীদার থাকে, তাহলে ঋণগ্রহীতা সে অনুপাতেই ঋণ পরিশোধ করবে। হিন্দ বিনতে 'উতবাকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যে ঋণ দেয়া হয়েছিল, তার লাভ-লোকসানের সাথে বায়তুলমাল কোন সম্পর্ক রাখেনি। তাই হিন্দকে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছিল। "তিনি (হিন্দ) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার পর তার কারবারের লোকসানের কথা উল্লেখ করে ঋণের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে নিতে চান; কিন্তু 'উমর রা. বলেন, 'আমার ব্যক্তিগত টাকা হলে না হয় ছেড়ে দিতাম, কিন্তু বায়তুলমালে যা কিছু আছে তা সমগ্র মুসলিমের সম্পত্তি। এ থেকে এক কণাও আমি ছাড়তে পারব না।' অতঃপর তিনি (হিনদার কাছ থেকে) সম্পূর্ণ অর্থই আদায় করে নেন (Al-Tabarī 1407H, 2/576)। কারণ লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে এটি হয়নি। অন্যান্য খলিফার আমলেও বায়তুলমাল থেকে ঋণ দান করা হত। ঐতিহাসিক তাবারী বলেন, 'উসমান রা.-এর খিলাফতকালে সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস রা. কে বায়তুলমাল থেকে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল" (Ibid; Ibn al-Athīr 1965, 3/34) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, "হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ কৃষি উৎপাদনের জন্য ইরাকের কৃষকদের বিশ লক্ষ দিরহাম ঋণ বিতরণ করেছিলেন (Yāqūt 1955, 5/166)। বর্তমান যুগের ব্যাংকগুলোও বাণিজ্যিক শিল্পগত প্রভৃতি (উৎপাদনশীল) উদ্দেশ্যে পুঁজি সরবরাহ করে বটে, তবে এর উপর সুদ কেটে নেয়। অথচ ইসলামী বায়তুলমাল জনসাধারণকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য ঋণ দিত এবং শুধু এর লাভ-ক্ষতির মধ্যেই শরিক থাকত।

অনুৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে যে ঋণ দেয়া হয়, তাতে ঋণ গ্রহীতার যেন এরূপ ক্ষতি না হয় যে, তাকে মূল পুঁজির উপর সুদ হিসেবে অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় এবং ঋণ দাতারও যেন এরূপ ক্ষতি না হয় যে, তার মূল পুঁজির কোনরূপ ঘাটতি দেখা দেয়। ইমাম ফাখরুন্নদ্দীন আর রাযী রহ. কুরআনের সুদ সম্পর্কিত আয়াত لا تظلمون ولا تظلمون "তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না" (Al-Qurān, 2:279)-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন:

> لا تظلمون الغريم بطلب الزيادة على رأس المال ولا تظلمون أي بنقصان رأس المال.
> ঋণ গ্রহীতার উপর এরূপ অত্যাচার যেন না হয় যে, তার কাছ থেকে মূল পুঁজির উপর অতিরিক্ত কিছু তলব করা হয় এবং তোমাদেরকেও যেন তোমাদের মূল পুঁজির মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয় (Al-Rāzī 2000, 7/88)।

বিদায়-হজ্জে রাসূল স. পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন:

> وإن كل ربا موضوع ، ولكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون، ولا تظلمون.
> প্রত্যেক প্রকারের সুদই অবৈধ, অবশ্য মূল পুঁজি তোমাদেরই এবং এটা তোমাদের পাওয়া উচিত, যাতে তোমাদের উপর কোন অত্যাচার না হয় এবং তোমরাও অন্যদের উপর যাতে অত্যাচার না কর (Al-Tabarī 1407H, 2/205)।

কুরআন মাজিদের বিভিন্ন জায়গায় ধনিক শ্রেণীকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং কোথাও কোথাও নির্দেশও দেয়া হয়েছে, যেন তারা বিত্তহীন লোকদেরকে তাদের প্রয়োজনের সময় টাকা ধার দেয়। কুরআনের দৃষ্টিতে এও একটা বিরাট পুণ্যের কাজ। এ পন্থায় ধনিক শ্রেণীর টাকাও সংরক্ষিত থাকে এবং সমাজের বিত্তহীন লোকেরা তাদের বিপদও কাটিয়ে উঠতে পারে।

উপরিউক্ত কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রের কোথাও সুদী ঋণের কোন নাম-নিশানা ছিল না। কুরআনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু লোক তাদের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্যও কিছু অর্থ 'ওয়াকফ' করে যেত, যাতে বিপন্ন লোকেরা এ থেকে সুদবিহীন ঋণ পায় এবং এতে করে তাদের দ্বারা দুনিয়ায় একটি পুণ্যের কাজ জারী থাকে। গত শতাব্দীতে 'পেয়েরে জোসেফ প্রম্নধোঁ (১৮০৯-১৮৬৫) নামক কমিউনিস্ট সুদকে সমস্ত সামাজিক দুর্নীতির মূল বলে অভিহিত করেন এবং একে উৎখাত করার জন্য তিনি যে প্রস্তাব পেশ করেন তা হল "এমন একটি বিনিময় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হোক, যা থেকে ব্যবসায়ী এবং কারিগরকে সুদবিহীন ঋণ দেয়া হবে। তার মতে, যদি এরূপ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে কোন লোকই ঋণের জন্য পুঁজিপতিদের শরণাপন্ন হবে না" (Yousufuddin 2003, 143)।

ঋণ পরিশোধে বায়তুলমাল

যদি বিত্তশালী লোক ঋণী অবস্থায় মারা যায়, তাহলে ইসলামী আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকেই তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। আর যদি ঋণগ্রহীতা কপর্দকহীন অবস্থায় মারা যায়, তাহলে 'বায়তুলমাল' থেকেই তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। ইসলামের প্রথম যুগে যখন কোন মুসলিম ঋণী অবস্থায় মারা যেত, তখন অন্য কোন মুসলিম কিংবা মৃতের কোন আত্মীয় তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করত। অতঃপর যখন বায়তুলমালের আয় বৃদ্ধি পায়, তখন সেখান থেকেই বিত্তহীনদের ঋণ পরিশোধ করা হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে যদি এমন কোন জানাযাকে নিয়ে আসা হত, যার উপর ঋণের বোঝা রয়েছে, তিনি স. নিজে তার নামায না পড়ে মুসলিমদের বলতেন, 'তোমরা তোমাদের সঙ্গীর নামায পড়ে নাও।' অতঃপর যখন মুসলিমরা বিভিন্ন দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তখন তিনি স. বলতেন:

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلى قضائه، ومن ترك مالا فلورثته.

আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের অপেক্ষাও অধিক দায়িত্বশীল। অতএব, যেলোক ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মরে গেল এবং সে ঋণ পরিশোধ করার মত কিছুই রেখে যায়নি, তার এ ঋণ শোধ করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে। আর যে লোক ধনমাল রেখে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হবে (Al-Bukhārī 2002, 1668, 6731)।

বায়তুলমাল হলো দরিদ্র জণগণের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল

বায়তুলমাল হলো দরিদ্র ও অভাবী জণগণের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। কেননা, তা কোন আমির বা বিশেষ কোন শ্রেণির সম্পদ নয়, তা সাধারণ মানুষের সম্পদ। অসহায় নিঃস্ব মানবতার প্রয়োজন পূরণের কোন উপায় না থাকলে রাষ্ট্র বা বায়তুলমালই তাদের মৌলিক চাদিা পূরণের দায়িত্ব নিবে। তিনি আরো বলেন:

من ترك دينا أو ضياعا فليأتيني فأنا مولاه.

যে লোক ঋণগ্রস্ত হয়ে অথবা সহায়-সম্বলহীন অক্ষম সন্তানাদি রেখে মরে যাবে, পরে তারা যেন আমার নিকট আসে। কেননা, এরূপ অবস্থায় আমিই তাদের অভিভাবক (Al-Bukhārī 2002,577, 2399)।

من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فعلينا.

যে লোক ধন-মাল রেখে মারা যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। পক্ষান্তরে যে লোক দুর্বহ বোঝা, অসহায় সন্তানাদি ও পরিবার রেখে যাবে, তা বহনের দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে (Al-Bukhārī 2002, 1368, 5371)।

রাসূলুল্লাহ স.-এর পর তাঁর খলীফারাও এ দায়িত্ব পালন করেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও এ নিয়ম ছিল যে, কপর্দকহীন ঋণগ্রহীতাদের ঋণ সরকারি কোষাগার অর্থাৎ বায়তুলমাল থেকে পরিশোধ করা হত।

উপসংহার

বিশ্বে আজ ও.আই.সি.র সদস্যভুক্ত সাতান্নটি মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। এসব রাষ্ট্র যদি রাসূলুল্লাহ স. ও খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের ন্যায় বায়তুলমাল তথা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জনকল্যাণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কার্যকর করে, বায়তুলমালের অর্থ দিয়ে জনগণের প্রয়োজনপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, আপদকালীন সময়ে মানুষের পাশে গিয়ে দাড়ায়, বায়তুলমাল থেকে সুদবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা করে, তাহলে তা বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্য দিক নিদের্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশ্বমানবতার জন্য তা অনুকরণীয় হতে পারে। মুসলিমবিশ্বের জনগণের জীবনমান উন্নত করার জন্য,তাঁদের মধ্যকার উচু-নীচু ভেদাভেদ দূর করার জন্য বায়তুলমাল বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। অতএব, বলা যায় বায়তুলমালের সম্পত্তি সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয় করলে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশের সমাজ জীবনেও বায়তুলমাল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বংলাদেশের ন্যায় দরিদ্র ও অনুন্নত দেশে প্রান্তিক জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে বায়তুলমাল হতে পারে অতুলনীয় ব্যবস্থা। দেশের ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী

ব্যক্তিগণ প্রতি বছর যে পরিমাণ যাকাত, ফিতরা দেন এবং দান-সাদাকাহ করে থাকেন তা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে বায়তুলমাল নামক তহবিল গঠন করে সুপরিকল্পিত উপায়ে অভাবী, অসহায়, ছিন্নমূল, হতদরিদ্র মানবতাকে স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব। যার মাধ্যমে তারা ভিক্ষুক বা পরনির্ভর শ্রেণিতে পরিণত না হয়ে স্বনির্ভর হবে। যাকাত-ফিতরা গ্রহণ না করে যাকাত-ফিতরা দান করার উপযোগী হবে। এর জন্য দরকার সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ।

BIBLIOGRAPHY

Abdur Rahim, Islami Orthiniti

Abū Daūd, Sulaimān Ibn Ash‘as. 1420H. *Al-Sunan*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyya.

Abū ‘Ubaid, Al-Qāsim Ibn ‘Abd al-Salām. 1986. Kitāb al-Amwāl. Karachi: Idarate Tahqiqate Islami.

Abū Yousuf, Ya‘qūb Ibn Ibrāhīm. 1979. Kitāb al-Kharāj. Beirut: Dār al-Ma‘rifa.

Ahmad, Imām Ahmad Ibn Hanbal. 1995. Al-Musnad. Cairo: Matba‘ah al-Sharq al-Islamiyyah.

Al-Balādhurī, Ahmad Ibn Yahya Ibn Jābir. 1968. Futūh al-Buldān. E.J.Brill : Lugduni Batavorum

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismā‘īl. 2002. *Al-Jamī‘ Al-Sahīh*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Haithamī, Nūr al-Dīn ‘Alī Ibn Abī Bakr. 1352H. Majma‘ al-Zawāid wa Manba‘ al-Fawāid. Cairo: Maktabah al-Quds.

Ali, K. 1990. Islamer Itihas. Dhaka: Ali Publication.

Al-Margīnānī, Burhānuddīn Abū al-Hasan ‘Alī Ibn Abū Bakr. ND. Al-Hidayāh. Karachi: Qalam Company.

Al-Nasāyī, Abū ‘Abd al-Rahman Ahmad Inb Shu‘aib Ibn ‘Alī. 1420H. Bait al-Afkār al-Dawliyya.

Al-Qaradāwī, Yousuf ‘Abdullah. 2003. Mushkilat al-Fiqr wa kayfa ‘Ālajaha al-Islām. Cairo: Maktabah al-Wahabah.

Al-Qurān

Al-Rāzī, Imām Fakhr al-Dīn Muhammad Ibn ‘Umar. 2000. al-Tafsīr al-Kabīr. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Sarakhsī, Abū Bakr Muhammad Ibn Abī Sahl. 2000. *Kitab Al-Mabsūt*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Shawkānī, Muhammab Ibn ‘Ali. 1349H. Fath al-Qadīr. Cairo: Dār al-Hadīth.

Al-Shawkānī, Muhammab Ibn ‘Ali. 1983. Nayl al-Awtār. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Tabarī, Abū Ja‘far Mu‘ammad ibn Jarīr. 1407. Tārikh al-Umam wa al-Mulūk. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Tirmidī, Abū ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa. 1417H. *Al-Sunan*. Riyadh: Maktabat al-Ma‘ārif.

Al-Ya‘qūbī, A‘mad ibn Abī Ya‘qūb. 2010. Tārīkh al-Ya‘qūbī. Beirut: Sharikat al-a‘lamī lil matbu‘at.

Ibn al-Athīr, ‘Izz al-Dīn. 1965. Al-Kāmil fī al-Tārīkh. Beirut: Dār al-Sādir.

Ibn Kathīr, ‘Imad al-Dīn Abū al-Fidā. 1932. Al-Bidāyah wa al-Nihāyah. Cairo: Jam‘iat al-Sa‘adah.

Ibn Sa‘ad, Abū ‘Abdullah Muhammad 1957. Al-Tabaqāt al-Kubrā. Beirut: Dār al-Sādir.

Najibabadi, Akbar Shah Khan. 2003. History of Islam. Translated by: Abdul Matin et al. Dhaka: Islamic Foundation.

Yāqūt, Shihāb al-Dīn Abū ‘Abdullah Yāqūt Ibn ‘Abdullah al-Hamawi. 1955. Mu‘jam al-Buldān. Beirut: Dār Sādir lil-Tibā‘ah wa-al-Nashr.

Yousufuddin, Muhammad. 2003. Islamer Orthonoytik Motadarso. Translated by: Abdul Majid Jalalabadi. Dhaka: Islamic Foundation.

MFQ, Al-Mawsūah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. 1404H. Kuwait: Ministry of Awqāf and Islamic Affairs.

Jal‘ut, ‘Āmer Muhammad Nazzār. 2012. Fiqh al-Mawarīd al-‘Āmmah li Bayt al-Māl. Syria: Dār Abī al-Fidā’.